|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক****নং** | **সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম** | **সেবার নাম** | **দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা / কর্মচারী** | **সংক্ষেপে সেবা প্রদানের পদ্ধতি** | **সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সময়** | **প্রয়োজনীয় ফি/ ট্যাক্স / আনুষংঙ্গিক খরচ** | **সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন****/ বিধি-বিধান/ নীতিমালা** | **নির্দিষ্ট সেবা পেতে****ব্যর্থ হলে পরবর্তী****প্রতিকারকারী কর্মকর্তা** |
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ |
| ০১ | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকরে কার্যালয়চাটখিল,নোয়াখালী | খাদ্য শস্য সংগ্রহ | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তাখাদ্য গুদাম | কৃষক তার উৎপাদিত ধান/ গম গুদামে বিক্রির জন্য নিয়ে আসলে গুদাম কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ওজন ও মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে WQSC ( Weight, Quality, Stock Certificate, ওজন ,মান ও মজুদ সার্টিফিকেট) ইস্যু করেন। কৃষক স্থানীয় পেয়িং ব্যাংক হতে WQSC জমা দিয়ে সরাসরি নগদ মূল্য গ্রহণ করেন। একইভাবে মিলার চাল সরবরাহে আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করলে তার মিলের ক্যাপাসিটি অনুসারে বরাদ্দ দেয়া হয়। নিধার্রিত সময়ের মধ্যে চাল সরবরাহ করলে একইভাবে মূল্য পরিশোধ করা হয়। | ১. ন ও গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ০১ থেকে ০২ দিন২.চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫-৭ দিন | ধান/গমের ক্ষেত্রে খরচবিহীন। তবে চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প | খাদ্য শস্য (ধান, চাল, গম) সংগ্রহ নীতিমালা ২০১০ এর শর্তানুসারে –* ধান ও গমের ক্ষেত্রে কৃষক হিসাবে কৃষি বিভাগের প্রত্যয়ন
* চালের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী চুক্তিবদ্ধ মিলার
* ধান, চাল ও গমের মান সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক
 | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক / আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
| ০২ | -ঐ- | **আটাচাক্কি ও খাদ্যশস্যের খুচরা ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন** | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ব্যবসায়ীর নিকট থেকে আবেদনপত্র পাওয়ার পর খাদ্য পরিদর্শক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন/ যাচাই করে সঠিক তথ্য পাওয়া সাপেক্ষে এবং চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দেয়ার পর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। | ০৪-০৫ দিন | লাইসেন্স ফি- খুচরা পর্যায়ে= ১,০০০/-টাকা; পাইকারী পর্যায়ে=৫,০০০/- টাকা | এস.আর.ও নং-১১২-আইন/ ২০১১ | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
| ০৩ | -ঐ- | ফেয়ার প্রাইস | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | একটি উপজেলা/ থানার সকল বিভাগের সরকারি ও আধা সরকারি কর্মচারীগণ এ সেবা পেয়ে থাকে। প্রথমে সকল কর্মচারীদের তালিকা করে উপজেলা কমিটিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়। উপজেলা খাদ্য অফিস সুবিধাভোগীদের নামে ফেয়ার প্রাইস কার্ড তৈরি করে সরবরাহ করে। অত:পর নিয়োগকৃত ডিলারকে ডিও ইস্যুর মাধ্যমে চালানে জমাকৃত টাকার বিপরীতে খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়। ডিলার নির্দিষ্ট স্থানে ও দরে উপজেলা কমিটির অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিক্রয় /বিতরণ করেন। | সেবা গ্রহণকারী ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছার পর ১ থেকে ২ ঘন্টা | সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ | ফেয়ার প্রাইস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত) | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |
| ০৪ | ঐ- | ওএমএস | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | নিয়োগকৃত ডিলারকে ডিও ইস্যুর মাধ্যমে চালানে জমাকৃত টাকার বিপরীতে খাদ্যশস্য প্রদান করা হয় এবং খাদ্য শস্যের বিক্রিদর ও বিক্রির নীতিমালা অবহিত করা হয়। ডিলার নির্দিষ্ট স্থানে ও দরে মাস্টার রোলের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিক্রয় /বিতরণ করে থাকেন | সেবা গ্রহণকারী ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছার পর ১ থেকে ২ ঘন্টা | সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ | ওএমএস নীতিমালা- ২০১২ | উপজেলা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক |